27

তারিখ ... 04 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3 ...

দৈনিক বাংলা

নগরীতে ভর্তি সংকট ঃ সরকারী স্কুলে ফরম বিক্রি দেড় লাখে দাঁড়াবে

সুনীল ব্যানার্জি ঃ এবার রাজধানীর ২৪টি সরকারী হাইস্কুলে প্রথম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। কিন্তু এরই মধ্যে ১৪ হাজারেরও বেশী ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। ভর্তি ফরম যে হারে বিক্রি হচ্ছে তাতে মনে হয়, এবার ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় দেড় লাখে। গতবার এ সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লাখ।

সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তি ফরম বিক্রি শুরু হয়েছে ১ জানুয়ারী সোমবার থেকে। স্কুল বিশেষে ভর্তির এই ফরম বিক্রি চলবে ৮ থেকে ১১ জানুয়ারী পর্যন্ত।

এদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ১১, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারী নির্ধারণ করে দিয়েছে। তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে প্রতিটি গ্রুপের ৮টি স্কুলের পরীক্ষা একেক দিন অনুষ্ঠিত হবে। অধিদফতর একই সঙ্গে ভর্তি নিয়ে যাতে ছলচাতুরীর আশ্রয় ও প্রভাব খাটানো না যায় সে জন্য একটি ভর্তি নীতিমালাও তৈরি করে দিয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের একটি তালিকা এবং একটি ওয়েটিং লিস্ট (অপেক্ষমাণ তালিকা) একইদিন প্রকাশ করা হবে। এই ভর্তি পরীক্ষা তদারকি করবেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতরের পরিচালকের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। প্রতিটি ভর্তি ফরমের জন্য ৩০ টাকার বেশী নেয়া যাবে না।

ভর্তির এই নীতিমালা ঘোষিত হবার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ অভিভাবকই খুশী হয়েছেন। অনেকে ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে হবে এই আশায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা যতই সুষ্ঠু ও সুন্দর হোক না কেন রাজধানীর নামকরা স্কুলগুলোতে শতকরা ক'জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আর এ জন্য নামকরা স্কুলগুলোতে ভিড় লেগেই আছে। এ ভিড় গত বছরের চেয়ে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নগরীতে ভর্তি সংকট

আরও বেশী হবে বলে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক ও শিক্ষকদের অভিমত।

খবর নিয়ে জানা গেছে ঃ রাজধানীর নামকরা সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তি ইচ্ছুকদের ভিড় সবচেয়ে বেশী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধানমন্ডি সরকারী বয়েজ ও গার্লস স্কুল, ল্যাবরেটরী সরকারী হাইস্কুল এবং মতিঝিল সরকারী বয়েজ ও গার্লস হাইস্কুল। এসব স্কুলের কোন কোনটিতে গত তিন দিনে ৮০০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। ফরম বিক্রি অব্যাহত রয়েছে। অথচ রাজধানীর সরকারী নামকরা কোন হাইস্কুলে ৪০০'র বেশী সিট নেই। প্রসঙ্গত বলা যায়, গবঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুলে প্রথম শ্রেণীতে দুই শিফটের দুই শাখার জন্য মাত্র ৪০০ ছাত্র নেয়া হবে। অথচ এ স্কুলে গতকাল পর্যন্ত ১ হাজারের মত ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। ধানমন্ডি সরকারী বয়েজ হাইস্কুলে এবার বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রায় আড়াইশ' ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত ৭০০'র বেশী ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। অন্যান্য নামকরা স্কুলগুলোতে অনুরূপসংখ্যক ফরম বিক্রি হয়েছে।

গবঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হাবিবুল্লাহ খান জানান, গত বছর প্রায় ৪শ' সিটের জন্য ১৫০০'র বেশী ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিল। এবার তার অনেক বেশী পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারে। ধানমন্ডি গবঃ বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস আওয়াল জানান, গতবার এবারের মত সিটের জন্য প্রায় ১৭০০ ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিল। এবার তার বেশী হতে পারে। অন্যান্য নামকরা হাইস্কুলের প্রধানদের প্রায় সবার একই অভিমত।

আর এই ভিড়ের চাপের কারণে অনেক অভিভাবক এরই মধ্যে শংকিত হয়ে পড়েছেন। সবাই ভাবছেন, যদি তার সন্তান ভাল স্কুলে ভর্তির চান্স না পায় তাহলে কি হবে। আর তাই চেষ্টা তদ্বিরে নেমে গেছেন। অনেকে ভর্তির জন্য আগে থেকে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রভাবশালী শিক্ষকের দিয়ে কোচিং করাচ্ছেন।

এদিকে বেসরকারী নামকরা স্কুলগুলোর অনেক স্কুলে এরই মধ্যে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। রাজধানীতে বেসরকারী ৩১টি স্কুল রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে সহস্রাধিক কিন্ডার গার্টেন ও ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল। নামকরা বেসরকারী কোন কোন স্কুলে ভর্তির জন্য মোটা অংকের টাকা লেনদেন হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ইংরেজী মিডিয়াম নামকরা কোন কোন স্কুলে নগদ ২০ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত ভর্তির জন্য নেয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে প্রকাশ্যেই।